স্বপ্ন ভঙ্গ

সত্যরূপ ছেলেটা খারাপ না, তবে পড়াশোনা তে সে বরাবরই কাঁচা। কাল তাদের রেজাল্ট আউট তাই আজ রাতে ঠিকমতো ঘুম হবেনা। সে এ কথা ভালোভাবে জানে এবারের পরীক্ষা তার ঠিকমত হয়নি, সে নিশ্চিত ছিল যে এবার সে ফেল করবেই।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মনেই নেই। সকালে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো, এরপর তৈরি হয়ে মন খারাপ নিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হল। যথারীতি বাংলা এবং ভূগোল ছড়া বাকি সব বিষয়ে ফেল। তার মন খুব খারাপ কারণ তার বাবা একজন ধনী মানুষ সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের সাথে তার মেলামেশা, কিন্তু সত্যরূপের এই খারাপ রেজাল্ট এর জন্য তার বাবা কাউকে মুখ দেখাতে পারবেনা। এই লজ্জা-দুঃখ নিয়ে সে ঠিক করল আজ সে বাড়ি ফিরবে না। তাই সে জঙ্গলের পাশে একা একা বসে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা বসার পর সে লক্ষ্য করে একটা বড় পাথরের চাঁই কিছু দূরেই

পড়ে আছে। কিন্তু সে আগেও এখানে এসেছ, এই তো দু'একদিন আগে তখন তো সে এই পাথর টা দেখে নি, তাহলে এই দুদিনের মধ্যে এই পাথরটা এখানে কে রাখল? এইসব যখন সে ভাবছে হঠাৎ পিছনের একটা আওয়াজে সত্যরূপের ভাবনা থেমে গেল। তার নাম ধরে কেউ ডাকছে, কিন্তু কে? এই জঙ্গলে তাকে সে দেখতে পেল কি করে? সে তো কাউকে জানিয়ে আসেনি। তাহলে কে? পিছন ফিরে দেখল একটা ছেলে, বয়সে তার থেকে 5 কি 6 বছরের বড়, তার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করে তাকে বলল,“ কি সত্যরূপ, পরীক্ষায় ফেল করেছো বলে বাড়ি যাবে না?” সত্যরূপ অবাক হয়ে যায়। সে তো এ কথা কাউকে বলেনি, তাহলে কি করে জানল! যখন সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে তাকে আরো অবাক করে দিয়ে সে বলল,“ চলো এবার থেকে তোমাকে আমি পড়াবো।” কিন্তু সত্যরূপ জানে তার মা কখনো এটা মেনে নেবে না, সে কথা তাকে বললেই সে বললে,“ ও তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না,.....।”

এরপর সত্যরূপ যখন দেখল সে ধরা পড়ে গেছে, তখন সব ভুলে বাড়ি যেতে লাগল। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সে ভাবল আজ তার কপালে

দুঃখ আছে এবং সে বাড়ি তে ঢুকতেই মায়ের গলা শুনে সে আরো ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, সেই ছেলেটিকে দেখে কিংবা অন্য কোন কারণে তার মা তাকে একটু ও বকলো না এবং সেই ছেলেটিকে কাছে রাখলো! এরপর ছেলেটি ই তাকে পড়াতো এবং আশ্চর্য ভাবে এরপর থেকে সত্যরূপে র পড়াশোনা তে মন বসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সে ফেল করা ছাত্র থেকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র পরিণত হয়, এমনকি পরের বছর ফাইনাল পরীক্ষা প্রথম বারের জন্য প্রথম হয় সে। সে আনন্দে-শ্রদ্ধায় গদগদ তাকে প্রণাম করতে যায়, আর...

বাবু ওঠ রে অনেক বেলা হলো যে। মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে সাড়ে সাতটা বাজে অর্থাৎ সে এতক্ষণ যা কিছু করেছে সবই স্বপ্ন। হায়রে, আজ যদি এটা সত্য হত! কিন্তু সে কাল স্কুল থেকে এসে কী করলো? কেউ তাকে বকলোনা কেন! কিন্তু কি আর করা যাবে। তৈরি হতে হতে সে যখন বই খাতা গোছাতে গেল, তখন সে একটা কাগজে চিঠি মতো কিছু একটা পেল। পড়ে দেখলো তাতে তার নিজের হাতেই লেখা–

প্রিয় সত্যরূপ,

আমি জার্ক, জারহান গ্রহের বাসিন্দা। আমার মহাকাশযানটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পৃথিবীর কক্ষপথের আটকে যায়। তাই সেটা পৃথিবীতে গিয়ে পড়ে, আর ওটা সারানোর জন্য বা সাহায্য ডাকার জন্য বেশ কিছু সময় লাগতো। তাই তোমার সাথে একটু মজা করলাম। আমরা এই আকাশগঙ্গা ছায়াপথের সবচেয়ে উন্নত প্রাণী। যেকোন ভাষা আমাদের ভাষা তে রূপান্তর, আবার আমাদের ভাষা কে তোমাদের ভাষায় রূপান্তর খুবই সহজে করতে পারি। এমনকি আমরা মানুষের মত অনুন্নত প্রাণীদের মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তাই একটু মজা করলাম। জানি এই সবকিছু তোমার স্বপ্ন মনে হবে, এছাড়া....

আর পড়তে পারলোনা সে, মাথা টা ধরে এলো। বাবার ডাকে নিচে নেমে এলো এবং বাবা তাকে বলল, সে নাকি জঙ্গলের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল একটা ছেলে, এই 18-20 বছরের একটা ছেলে তোকে দিয়ে গেল। ডাক্তারকে দেখাতে ডাক্তার বলল, প্রচন্দ মানসিক অবসাদ এর

কারণে তোর নাকি এই অবস্থা। তবে একটু বিশ্রাম নিলে অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবি; তারপর এই এখন উঠলি। যা আর রেজাল্ট নিয়ে কিছু ভাবিস না সব ঠিক হয়ে যাবে। নে এবার ফ্রেশ হয়ে নে।

এরপরে সে তৈরি হয়ে স্কুলে যেতে যেতে ভাবল, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। তবে সে প্রতিজ্ঞা করল পরের বছর সে প্রথম হবেই।।

~সমাপ্ত~

- **শৌমিক পাত্র**
- **দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ)**
- **ক্রমিক সংখ্যা – 18**